ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম

অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা
মাঠ পরিচালনা নির্দেশিকা (Field Manual)

ভূমিকা

পোল্ডার এলাকায় কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে নিয়োজিত পোল্ডার টিমের জন্য এই গাইডটি হল একটি নির্দেশিকা। বর্ণিত প্রক্রিয়াসমূহ অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা এবং অধিকতর বাজার কেন্দ্রিক বহুমুখী কৃষি অনুশীলনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়ন এবং স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সহায়ক হবে।

এই প্রক্রিয়া এখানে বর্ণনা করেছে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা এবং বাজার পরিচিতি বৃদ্ধিসহ বহুমুখী কৃষি অনুশীলনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে তাদের পরিবেশ স্থিতিশীল রাখতে এবং টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতার বিষয়ে।

এই গাইডে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত কার্য পদ্ধতি পোল্ডার টিমকে একটি সার্বিক কার্যক্রমের তালিকা প্রদান করবে এবং স্থানীয় উদ্যোগ সম্পর্কে অগ্রিম ধারণা লাভের জন্য উদ্ভাবনী চিন্তার পর্যাপ্ত সুযোগ দেবে। সহযোগি সংস্থা, সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা এবং ব্যক্তি খাতের প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা প্রদান করবে এবং বিদ্যমান অবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক সহযোগিতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করবে।

এই ম্যানুয়েলে বর্ণিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, পোল্ডার টিম (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা দপ্তর এবং পরিচালন ও রক্ষণাক্ষেণ বিভাগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং কারিগরি সহায়তা দল এর মাঠ কর্মীগণের সমন্বয়ে গঠিত) সাব-ক্যাচমেন্ট ভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা দল এবং পোল্ডার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন গঠনে সহায়তা করবে (দেখুন এ্যানেক্স বি)।

পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG) এবং পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA) পানি ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত হতে, সংগঠন তৈরিতে (নিজ অনুপ্রেরণায় গড়ে উঠা) এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা লাভ করবে। এই ভাবেই পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন পোল্ডার এলাকায় উন্নত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে।

স্থানীয় জনগণের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে এবং তাদের অর্থনৈতিক সুবিধা সৃষ্টিতে যৌথ কার্যক্রম প্রবেশের প্রথম বিষয় হিসাবে বিবেচিত হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উন্নত কৃষি উৎপাদনের জন্য স্থানীয় জনগণের জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যৌথ কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষুদ্র পরিসরে একসাথে কাজ করার ফলে যে একতা এবং সুবিধা সৃষ্টি হবে তা পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন উন্নয়নের পথকে প্রশস্ত করবে। তদুপরি অর্থনৈতিক সুবিধা সম্বলিত যৌথ কার্যক্রম অর্থনৈতিকভাবে টেকসই উন্নত পানি ব্যবস্থাপনার পক্ষে মজবুত সমর্থন প্রদান করবে।

অভিজ্ঞতা ও পারস্পরিক শিখনের মাধ্যমে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি ও ব্যক্তি খাতের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহায়ক যোগসূত্র উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সাংগঠনিক শক্তি উন্নত হবে।

অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা'র আলোকে WMG এবং WMA যখন সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন পোল্ডারে পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো পরিচালনা এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ হয়। অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ আহরণ এর অন্তর্ভুক্ত।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) উপদেষ্টা হিসাবে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMO)-কে সহায়তা করতে পারে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড মূখ্য সংস্থা হিসাবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর রক্ষণাবেক্ষণ, জরুরী মেরামত এবং পুনর্বাসনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ।

কর্ম প্রক্রিয়া

এই অনুচ্ছেদে পোল্ডার এলাকায় অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার প্রধান পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এই বর্ণনা বিস্তারিত নয় আবার সামগ্রিকও নয়, এটা স্বীকৃত যে স্থানীয় উদ্যোগ এবং সংগঠনের সাথে কাজ করতে নমনীয়তা প্রয়োজন। এতদুদ্দেশ্যে বিদ্যমান অবস্থার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহ এবং পোল্ডার টিমকে স্থানীয় পর্যায়ে যুক্তিযুক্ত ভাবে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুযোগ দেয়া হয়েছে।

এ্যানেক্স -'এ' (পৃষ্ঠা ১৬ দেখুন) এই অধ্যায়ে প্রদত্ত বর্ণনা সমর্থন করেঃ

- কর্ম প্রক্রিয়ার ধাপসমূহের একটি সাময়িক ফ্লোচার্ট দেয়া হয়েছে, এই চার্ট নতুন পোল্ডারে অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে হালনাগাদ করা যাবে (এ -১);

- কার্যক্রমের একটি সময়সূচির তালিকা দেয়া হয়েছে (এ-২), যা-
    - বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য বাস্তবায়নকারী অংশীদার সংস্থাসমূহের (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন, জোনাল এবং পোল্ডার টিএ টিম)

দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত সূচিতে মূখ্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট পক্ষ যাদেরকে অবহিত এবং/বা সম্পৃক্ত করা হয়েছে তাও বর্ণিত হয়েছে।

- কিভাবে অবকাঠামো নির্মাণ/পূনর্বাসন কার্যক্রমের সাথে সময় সম্পর্কিত তা দেখিয়ে প্রত্যেক কার্যক্রমের একটি নির্দেশিত পরিকল্পনার সময়সূচি প্রদান করা হয়েছে।

এই কর্ম প্রক্রিয়ায় কতিপয় ধাপসমূহের কার্যক্রম একই সময়ে সম্পন্ন করার নির্দেশনা রয়েছে এবং অবকাঠামো সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পাদনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রত্যেক ধাপ যৌথ কার্যক্রম; অনুধাবন ও পরিকল্পনা এবং সংগঠনের জন্য সহায়ক।

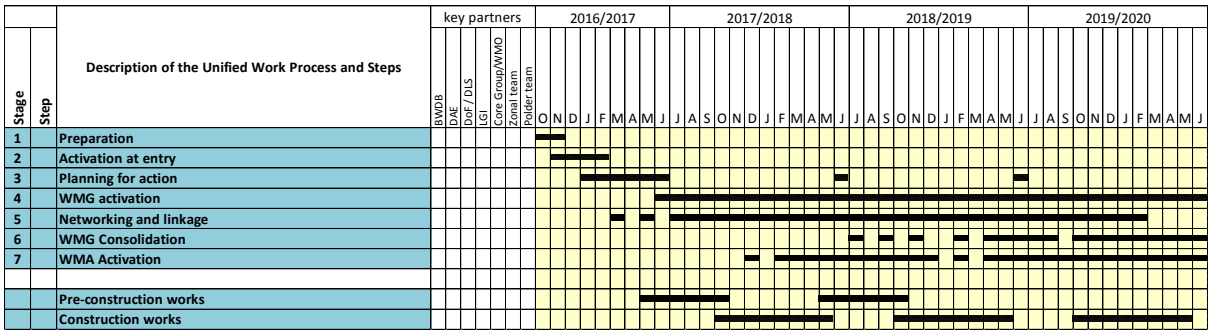

ধাপ -১: প্রস্তুতিঃ

১. **সহযোগি সংস্থার মূখ্য কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করাঃ** জোনাল টিএ টিম এবং পোল্ডার কো-অর্ডিনেটর সংশ্লিষ্ট পোল্ডারের উন্নয়নের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সহযোগি সংস্থার মূখ্য কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন-বিশেষ করে দলবদ্ধভাবে- ব্লু গোল্ড কর্মসূচির উদ্যোগ সম্পর্কে আলোচনা, এর প্রারম্ভিক কার্যক্রম (পরিচিত হওয়া এবং তথ্য সংগ্রহ, কর্মসূচির পরিচিতি প্রদান এবং পোল্ডার পরিকল্পনা) এবং এর সার্বিক কর্মসূচি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন। তাদের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্তিতে সহায়তাদানের জন্য লিফলেট বিতরণ করা হবে এবং প্রকল্পের ভিডিও দেখাতে হবে।

- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী (XEN) এবং মূখ্য কর্মকর্তাবৃন্দ; উপ-প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (DCEO) এবং সহকারি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (AEO);
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর এর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ;
- ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্য।

২. **পোল্ডার টিম গঠনঃ** পোল্ডার সমন্বয়কারী (Coordinator), সম্প্রসারণ উপদর্শক (XO), উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (SAAO) এবং পোল্ডার পর্যায়ে নিয়োজিত টিএ (TA) কর্মীদের সমন্বয়ে পোল্ডার টিম গঠন করা হবে।

৩. **অবহিতকরণ কর্মশালা (Orientation Workshop) পরিচালনা করাঃ** পোল্ডার টিমের জন্য অবহিতকরণ কর্মশালা পরিচালনা করা যাতে উন্নয়নের জন্য পানি ব্যবস্থাপনার মূল উপাদান সম্পর্কে টিমের সকল সদস্যদের একই রকম ধারণা নিশ্চিত হয়;

- অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা (PWM) পদ্ধতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; এবং টিএ কর্মীদের পুরাতন পোল্ডার থেকে কাজ শেষে চলে যাওয়া এবং নতুন পোল্ডারে আগমনের সুনিদির্ষ্ট সময়সীমা;
- কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMO) উন্নয়নের মূল উপাদানসমূহ- যৌথ কার্যক্রম (CA), পারস্পরিক শিখন ও নিজস্ব অনুধাবন এবং অংশীদারিত্ব ও যোগসূত্র (Networking);
- যৌথ কার্যক্রম এবং কিভাবে এগুলোর সুবিধা এফএফএস/এমএফএস কার্যক্রম, অংশগ্রহণমূলক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের (IGA) সুযোগের সাথে সম্পৃক্ত করা যায়;
- পারস্পরিক শিখন (Horizontal learning) স্ব-প্রণোদিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার হাতিয়ার;
- অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণ পদ্ধতি পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন কর্তৃক নিজস্ব অনুধাবন ও মূল্যায়নের একটি হাতিয়ার;
- পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান এবং সুযোগে যথাযথ কাজে লাগানোর লক্ষ্যে অংশিদারিত্ব ও সহায়ক যোগসূত্র (Network) গড়ে তোলা।

৪. **পোল্ডার টিমকে দায়িত্বে নিয়োজিত করাঃ** এই পর্বে পোল্ডার টিমের কাজ হবে পোল্ডার সম্পর্কে নিজেকে পরিচিত করা এবং মূল এ্যাকটরদের (Actors) সম্পর্কে জানা, পোল্ডার সম্পর্কে মৌলিক (Basic) তথ্য সংগ্রহ করা (এনেক্স-বি- তথ্য সংগ্রহের গাইড লাইন দেখুন)। পোল্ডার টিমের সদস্যদের পোল্ডারে বিদ্যমান যৌথ কার্যক্রম এবং তাদের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পোল্ডার টিমের সদস্যগণকে কমিউনিটি লিডার, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার সাথে যোগসূত্র (নেটওয়ার্ক) গড়ে তুলতে হবে।

ধাপ -২ শুরুতে সক্রিয়করণঃ

১। সহায়তা প্রদান, বাড়ানো এবং যৌথ কার্যক্রম সম্প্রসারণঃ

বিদ্যমান যৌথ কার্যক্রমের সম্প্রসারণ এবং তাদের নেতাদেরকে নতুন যৌথ কার্যক্রম, যেমন: কৃষক মাঠ স্কুল অধিবেশন, নির্মাণ/পূনর্বাসন সম্পর্কিত বিষয়াদির দলীয় কাজ এবং দ্বন্দ্ব, উপকরণ ক্রয়, বাজারজাতকরণ, পানি ব্যবস্থাপনা/অবকাঠামো পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ, দুর্যোগ প্রস্তুতি ইত্যাদি চিহ্নিত করণ এবং বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করা।

জোনাল এবং ঢাকা অফিসের বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় পোল্ডার টিম এফএফএস এবং অন্যান্য দল যারা যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ করবে তাদেরকে নির্দেশনা এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে। নির্বাচিত কৃষক প্রশিক্ষকগণকে শিক্ষানবিশ হিসাবে এফএফএস বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করা।

এই সময় যৌথ কার্যক্রম দ্রুত প্রসারের জন্য এবং অর্জিত শিক্ষা এলাকায় যত বেশি সম্ভব পরিবারে প্রচারের জন্য যৌথ কার্যক্রমের নেতাদের সাথে পারস্পরিক শিখন কৌশলের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা।

২। এলাকা পরিভ্রমণ ও মানচিত্র অনুশীলনঃ

পোল্ডার টিম কর্তৃক পোল্ডার পরিচিতি কার্যক্রমের অংশ হিসাবে পোল্ডার পরিভ্রমণ এবং মানচিত্রের মাধ্যমে ক্যাচমেন্ট ও সাব-ক্যাচমেন্ট এলাকা, বিদ্যমান অবকাঠামো ও খাল সমূহ এবং শস্য বিন্যাস চিহ্নিতকরণ।

পরিভ্রমণ কার্যক্রমে পোল্ডার টিমের সাথে জোনাল প্রকৌশলী, কৃষিবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানী অংশ নিবেন। পোল্ডার পরিভ্রমণের সময় ব্যবহারের জন্য জিআইএস কো-অর্ডিনেটর প্রশাসনিক সীমানা, বিদ্যমান রাস্তাঘাট এবং অবকাঠামো দেখিয়ে একটি মৌলিক পোল্ডার ম্যাপ তৈরি করবে। পরিভ্রমনের সময় পোল্ডার টিম পোল্ডার কমিউনিটি হতে (বিদ্যমান পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন, যদি প্রযোজ্য হয়) মূখ্য তথ্য প্রদানকারী, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের অন্তর্ভূক্ত হতে অনুপ্রাণিত করবে।

৩। অগ্রগামী দল (Core Group) গঠনঃ

পোল্ডার টিম প্রতিটি WMG এলাকার জনগণের মধ্য হতে একটি অগ্রগামী দল গঠন করবে যাদের দায়িত্ব হবে একটি স্ব-প্রণোদিত পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠনের ভিত্তি স্থাপন। অগ্রগামী দলটি গঠিত হবে কমিউনিটি লিডার, যারা বিদ্যমান যৌথ কার্যক্রমের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে এবং যে গুলো নতুন ভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বিদ্যমান কৃষক প্রশিক্ষক/সম্ভাবনাময় কৃষকদের সমন্বয়ে। পোল্ডার টিম মূখ্য সংবাদদাতা এবং সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্যদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সতর্কতার সাথে অগ্রগামী দলের সদস্যদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে চিহ্নিত করবে:
সংগঠনের কাজে সময় দিতে ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকতে হবে এবং সংগঠনে প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদনের জন্য স্বেচ্ছাশ্রমে আগ্রহী; শারীরিকভাবে সক্ষম; যোগাযোগের ভালো দক্ষতা; সমাজে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি; জমির অধিকারী কৃষক প্রতিনিধি, মৎসজীবি, নারী প্রধান পরিবার এবং ভূমিহীন। পোল্ডার টিম মূল দলে নারী-পুরুষ ভারসাম্য অর্জন করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অগ্রগামী দলের আকার খানার সংখ্যা এবং খানায় বসবাসকারী পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য হওয়ার উপযোগী (potential member) সদস্য সংখ্যার উপর নির্ভর করে নির্ধারণ করতে হবে। অগ্রগামী দলের আদর্শ সংখ্যা হচ্ছে (৮ -১০ জন)। অগ্রগামী দল গঠনের অব্যবহিত পরেই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দলের প্রয়োজনীয়তা ও ভূমিকা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ও সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নিকটবর্তী পানি ব্যবস্থাপনা দলে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের আয়োজন করতে হবে। পরিদর্শনের সময় বিদ্যমান পানি ব্যবস্থাপনা দলের প্রতিনিধিগণ সহযোগি/সহায়তাকারী হিসাবে তালিকাভূক্ত হবেন। পোল্ডার টিম অগ্রগামী দলের সদস্যদের উন্নয়নের জন্য পানি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব এবং তা অর্জনের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থাপনা দলের ভূমিকা সম্পর্কে গভীরভাবে ধারণা প্রদান

করবে। অগ্রগামী দলের সদস্যদের সাথে WMG এবং WMA গঠন প্রক্রিয়া এবং দলের সক্ষমতা বৃদ্ধির মূল ধারণা, নীতিমালা এবং বিকাশমান পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে হবে। নিম্নে WMG গঠন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির বিকাশমান পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

- অগ্রগামী দল পোল্ডার টিমের সাথে একত্রে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সম্ভাব্য সদস্যদের (potential members) মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য, ভূমিকা এবং WMG এর কার্যাবলী, WMG এর সদস্যপদ এবং ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী সম্পর্কে আলোচনা করবে। সচেতনতা সৃষ্টির প্রক্রিয়ায়- গণ নাটক ও নাট্যাভিনয়, এফজিডি, উঠান বৈঠক এবং বাড়িতে, মাঠে, চায়ের দোকানে ও বাজারে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা অন্তর্ভূক্ত হবে।
- অগ্রগামী দল নিম্নলিখিত কাজগুলো করবেঃ
  - WMG এর সীমানা এলাকার মধ্যে সম্ভাবনাময় সদস্যদের (potential members) তালিকা প্রণয়ন;

    নিম্নলিখিত বিষয়ে আগ্রহী করার জন্য সম্ভাবনাময় সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগত এবং উঠান বৈঠক অনুষ্ঠান:

    ব্লু গোল্ড কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের মূখ্য ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী;

    WMG এর সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী;

    ব্যবস্থাপনা কমিটিতে প্রতিশ্রুতিশীল নেতা মনোনীত করা/নির্বাচন করার প্রয়োজনীয়তা;

    পানি ব্যবস্থাপনা দলে সদস্য পদ লাভে এবং মনোনীত হতে কিংবা নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষকে সম-সুযোগ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা;

    WMG এলাকায় সকল স্টেকহোল্ডার দলের প্রতিনিধিত্ব (নারী ও পুরুষ) যেন WMG -তে পর্যাপ্ত সংখ্যায় থাকে সে বিষয়ে নিশ্চিতকরণ;
  - যথা সময়ে এড-হক কমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ, কমিটিতে প্রধান সকল স্টেকহোল্ডার দলের (কৃষক, মৎসজীবি, ভূমিহীন, দুঃস্থ) মধ্য হতে নারী পুরুষ প্রতিনিধি সদস্যদের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করা।

ধাপ ৩: কর্ম পরিকল্পনাঃ

১। যৌথ কার্যক্রমের নেতা এবং মূখ্য সংবাদদাতাদের জড়িত করাঃ উপরের ধাপে ব্লু গোল্ড পদ্ধতিকে বিদ্যমান যৌথ কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করার পর এখন প্রক্রিয়াটি অদূর ভবিষ্যতের সুযোগ চিহ্নিতকরণ এবং কাজে লাগানোর পথে অগ্রসর হবে। এই লক্ষ্যে পোল্ডার টিম যৌথ কার্যক্রমের নেতা এবং অন্যান্য মূখ্য সংবাদদাতাদের সাথে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে;

এইভাবে, একদল সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা এবং নেতা ব্লু গোল্ড কর্মসূচির সহযোগিতায় পাশাপাশি ভাল থাকতে পারে যখন একই সময়ে স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন আনয়নে সে সকল সুযোগ চিহ্নিত করতে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়।

২। পোল্ডার পর্যায়ে পানি ও ভূমির ব্যবহার বিশ্লেষণ সম্পর্কিত (WLUA) সভার প্রস্তুতিঃ এই সভা আয়োজনের জন্য নিম্নলিখিত মূল পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করতে হবে-

- পোল্ডার পরিভ্রমণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বড় আকৃতির পোল্ডার ম্যাপ তৈরি ও প্রিন্ট করা;
- পোল্ডার টিম প্রতিটি ক্যাচমেন্ট এলাকা থেকে এই সভায় অংশগ্রহণের জন্য নিম্নেবর্ণিত স্থানীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট দল থেকে ৫-১০ জন পুরুষ ও নারীর তালিকা তৈরি করবে:
  - ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, মাঝারী, এবং বড় কৃষক (জমির মালিক);
  - কৃষক নেতা/কৃষক ক্লাবের প্রতিনিধি সম্ভাবনাময় কৃষক/কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ডানিডা, এনজিও এবং অন্যান্য প্রকল্প (যদি থাকে) কর্তৃক গঠিত উৎপাদনকারী দলের প্রতিনিধি;
  - নারী পরিবার প্রধান কৃষক;
  - জেলে (ক্রেতা, বিক্রেতা, পোনা/অন্যান্য উপকরণ সরবরাহকারী);
  - ভূমিহীন (শুধুমাত্র বসতবাড়ির অধিকারী);
  - ভূমিহীন (যাদের বসতবাড়ি নেই) ও দুঃস্থ
  - ব্যবসায়ী ও পেশাজীবি
- পোল্ডার টিম সভায় অংশগ্রহণের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী (XEN)/উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (SDE), শাখা কর্মকর্তা (SO), সম্প্রসারণ উপদর্শক (XO), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (SAAO), ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্যদের উপস্থিতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;
- সভার জন্য ভালো স্থান নির্বাচন।

৩। পোল্ডার পর্যায়ে পানি ও ভূমির ব্যবহার বিশ্লেষণ (WLUA) সম্পর্কিত সভার আয়োজনঃ
অগ্রগামী দল ও ক্যাচমেন্ট পর্যায়ের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত পোল্ডার পর্যায়ে পানি ও ভূমির ব্যবহার বিশ্লেষণ (WLUA) কর্মশালার আলোচ্যসূচি এবং প্রত্যাশিত ফলাফল নিম্নরুপ:

- লক্ষ্য, উদ্দেশ্যের সাধারণ সারসংক্ষেপ এবং ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর প্রধান কার্যক্রম এবং পোল্ডারের জনগণের সুনির্দিষ্ট অংশগ্রহণ ও দায়িত্বাবলী এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদার/সহযোগি প্রতিষ্ঠান এবং পানি ব্যবস্থাপনা দলের রূপকল্প ভূমিকা এবং কার্যাবলী (লিফলেট বিতরণ ও ভিডিও প্রদর্শন এবং ভেন্যুতে পোস্টার আটকানো);

- পোল্ডার ম্যাপ উপস্থাপন এবং যাচাই করা। পানি ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন সম্পর্কিত বিষয়াদি যেমন: জলাবদ্ধতা এবং পানির অভাব পীড়িত এলাকা; ভাঙ্গন এলাকা, যদি থাকে, খালে এবং স্লুইসে/অন্যান্য অবকাঠামোতে প্রতিবন্ধকতা, উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সম্ভাবনা প্রদর্শিত ম্যাপ;
- চিহ্নিত পানি ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন সম্পর্কিত বিষয়াদির সমাধানে বিকল্প/ পদক্ষেপ প্রস্তাব করা;
- অবকাঠামো তৈরি/পূনর্বাসনের সার্বিক কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন;
- পোল্ডারে যে যৌথ উদ্যোগগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে সেগুলোর সারসংক্ষেপ ও খুঁটিনাটি বিচার বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাই করা এবং এই কাজগুলো কিভাবে ব্যবস্থাপনা হচ্ছে তা জানা;
- ব্লু গোল্ড কর্তৃক প্রারম্ভিক পরিকল্পিত এফএসএস/এমএফএস (যেমন- বসতবাড়িতে বাগান, মাছ চাষ/গবাদি প্রাণি/শস্য), কৃষক নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য, কৃষক মাঠ স্কুল গঠন প্রক্রিয়া ইত্যাদি কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ আলোচনা;
- ক্যাচমেন্ট পর্যায়ে পরিকল্পনা সভার কর্মসূচি তৈরি এবং প্রস্তুতি গ্রহণ;
- পোল্ডার টিম পোল্ডার পর্যায়ে পানি ও ভূমির ব্যবহার বিশ্লেষণ (WLUA) সম্পর্কিত সভার উপর প্রতিবেদন তৈরি করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং মৎস্য অধিদপ্তর বরাবরে প্রেরণ করবে।

৪। জোনাল টিমের বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে পোল্ডার টিম কর্তৃক ক্যাচমেন্ট পর্যায়ে নিম্নলিখিতভাবে পরিকল্পনা সভা পরিচালনাঃ

- পোল্ডার ও ক্যাচমেন্ট ম্যাপ তৈরি ও যাচাইকৃত (বড় আকারের) ম্যাপে পূর্বে অনুষ্ঠিত (WLUA) সভা চলাকালীন সময়ে সংগৃহিত তথ্য দেখাতে হবে। প্রয়োজনে পোল্ডার টিম পুনরায় পরিভ্রমণের মাধ্যমে পোল্ডারে পানি ব্যবস্থাপনা ও কৃষি উৎপাদন সম্পর্কিত বিষয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানীয় জনগণের সাথে অনানুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করতে পারে।
- পোল্ডার টিম ক্যাচমেন্ট পর্যায়ে কমপক্ষে ৩০ জন অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধির তালিকা তৈরি করবে। এক্ষেত্রে, যৌথ কার্যক্রমের নেতাদের এবং সংগঠন/ জাতীয় প্রযুক্তি প্রকল্পের দলকে (NATP Group) অগ্রাধিকার প্রদান করবে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (SDE)/শাখা কর্মকর্তা (SO), উপ-প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (DCEO) এবং সম্প্রসারণ উপদর্শক (XO), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (SAAO), স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ইউনিয়ন/উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ইউপি সদস্যদের সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে।

- পোল্ডার টিম এবং ইউপি একসাথে ক্যাচমেন্ট পর্যায়ে সভার কর্মসূচি এবং আলোচ্য বিষয় প্রচার করবে।
- পোল্ডার টিম ইউপি চেয়ারম্যান এর সাথে মিলে ক্যাচমেন্ট পর্যায়ে পরিকল্পনা সভার উদ্যোগ নিবে। **ক্যাচমেন্ট পর্যায়ে পরিকল্পনা সভার** প্রস্তাবিত আলোচ্যসূচি এবং প্রত্যাশিত ফলাফলঃ
  - পানি ও ভূমি ব্যবহার বিশ্লেষণ সংক্রান্ত সভার (এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সভার) ফলাফল ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা। আলোচনার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দেখাতে এবং যাচাইকরণে ম্যাপ এর সাহায্য নিতে হবে: চিহ্নিত পানি ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন সম্পর্কিত সমস্যা, সর্বোপরি পোল্ডারে অবকাঠামো তৈরি/মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম, পোল্ডারে বিদ্যমান যৌথ কার্যক্রম (সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম, চলমান অন্যান্য যৌথ আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, অন্যান্য);
  - যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি অবকাঠামো নির্মাণের বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে যেমন; বাঁধ পুণরাকৃতির (Re-sectioning) জন্য মাটির প্রাপ্যতা, বাঁধ নির্মাণ ও খাল বিন্যাসের জন্য জমি মুক্ত করা এবং খালের মাটি সরানোর জায়গার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কাজগুলো কি উপায়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা। এ আলোচনা পর্বটিতে ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সহায়কের ভূমিকা পালন করবে। আলোচনা শেষে কার কি দায়িত্ব হবে সে বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছানো এবং কার্যক্রম পরিকল্পনা তৈরি করাই হবে এই সভার ইস্পিত ফলাফল।
  - পানি প্রবাহের গতিপথ নিয়ন্ত্রণের অবকাঠামো (Hydrological unit factors) অবস্থানের ভিত্তিতে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সীমানা নির্ধারণে ঐক্যমতে পৌছানো (পোল্ডারে বিদ্যমান পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন থাকলে সেক্ষেত্রে যে নীতি এবং প্রক্রিয়া অবলম্বন করে সংগঠনগুলোকে পুন:গঠন/ কার্যকর করা হবে তা নিয়ে অলোচনা)। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ পোল্ডারের জনগণের সাথে মিলে এই দায়িত্ব পালন করবে। একাজে টিএ টিম সহায়তা প্রদান করবে। এ্যানেক্স বি-তে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ভিত্তি এবং গঠন প্রক্রিয়া উপস্থাপন করা হয়েছে।
  - অগ্রাধিকার প্রাপ্ত উৎপাদন পদ্ধতি এবং এর নৈমিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে অবকাঠামো পরিচালন কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা ও ধারণা সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে ব্যাপক আলোচনা।
- পানি ব্যবস্থাপনা ও কৃষি উৎপাদন সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানকল্পে গৃহিত কার্যাবলী ও পদ্ধতি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ধরণসহ অধিকতর পরিকল্পনা তৈরী (বসতবাড়ি বাগান, শস্য, মাছ এবং প্রাণিসম্পদ)। যারা এফএফএস এ জড়িত হতে ইচ্ছুক সে সকল

কৃষকদের প্রথমে একটি বড় তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। পরে কৃষক নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাড়ি পরিদর্শন শেষে তালিকা ছোট করা হবে। ব্লু গোল্ডের পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষক প্রশিক্ষকের উন্নয়ন করতে হলে কৃষক প্রশিক্ষক হিসাবে যারা মনোনীত হবেন তাদের মনোনীত হবার অব্যবহিত পরেই কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়নে জড়িত হতে হবে। কৃষক প্রশিক্ষক নির্বাচনের জন্য বৈশিষ্ট্য/যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং সভা চলাকালীন সময়ে তাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে কারা কৃষক প্রশিক্ষক হতে আগ্রহী (টিএ টিম সংশ্লিষ্ট WMG এর সাথে মিলে নির্বাচিত কৃষকদের আরও সাক্ষাৎকার নিয়ে সম্ভাবনাময় কৃষক প্রশিক্ষক নির্বাচন করবে)।

- বিদ্যমান যৌথ কার্যক্রমগুলোর অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং নতুন যৌথ কার্যক্রম চিহ্নিত করা এফএফএস ছাড়া যেমন; উপকরণ ক্রয়, বাজারজাতকরণ, পানি ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, অন্যান্য আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম;
- পোল্ডার টিম **ক্যাচমেন্ট** পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রত্যেকটি পরিকল্পনা সভার প্রতিবেদন (Report) তৈরি করবে এবং এর কপি পানি উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে।

৫। অতিরিক্ত যৌথ কার্যক্রম আরম্ভ করতে সহায়তা প্রদানঃ

উপরোক্ত পরিকল্পনা অনুশীলনের সময় পানি ব্যবহারকারীদের যৌথ কার্যক্রম সম্পর্কিত সম্ভাবনা চিহ্নিত করতে অনুপ্রাণিত করবে। এছাড়াও যৌথ কার্যক্রম এবং যৌথভাবে কৃষি কাজ অথবা মাছ চাষের জন্য সম্পদ চিহ্নিত করণের মাধ্যমে স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনার অবস্থা উন্নয়নে বিভিন্ন সম্ভাবনা অন্তর্ভূক্ত করণের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিতও হতে পারে। যে সকল সংস্থা পরিকল্পনা অনুশীলনে জড়িত তারা বিকল্প এবং অন্যখানে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে আলোচনায় কার্যকর ভূমিকা পালন করবে, উদাহরণস্বরূপ যৌথ কার্যক্রম যা পানি ব্যবহারকারীদের দ্বারা বিবেচিত হতে পারে। উদ্যোগগুলো উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং পানি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন এবং বাজারমুখী কার্যক্রমের জন্য লাগসই করার মাধ্যমে সহায়তা পাবে।

৬। পোল্ডার উন্নয়ন পরিকল্পনার (PDP) প্রথম খসড়া তৈরি এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডে পেশ করা। পিডিপি প্রতি বছরে সংশোধন/হালনাগাদ করতে হবে।

ধাপ ৪: পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG) সক্রিয়করণঃ

১। WMG গঠন এবং রেজিস্ট্রেশনঃ

অগ্রগামী দল পোল্ডার টিমের অংশীদার হিসাবে পূর্ববর্তী ধাপ অনুযায়ী তারা এখন একটি এড-হক কমিটি গঠনের মাধ্যমে একটি আনুষ্ঠানিক WMG গঠনের দিকে অগ্রসর হবে (সরকারি নিয়ম-কানুন অনুযায়ী)। সরকারী নিয়ম-কানুন অনুযায়ী পানি ব্যবস্থাপনা দলে এলাকার মোট পরিবারের কমপক্ষে ৫৫% পরিবার থেকে সকল শ্রেণিভূক্ত দলের সদস্য ভর্তি; উপ আইন তৈরি; ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নির্বাচন; এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নিকট থেকে

রেজিষ্ট্রেশন গ্রহণ। এড-হক কমিটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্প্রসারণ উপদর্শকদের নিকট থেকে নির্দেশনা ও পরামর্শ লাভ করবে।

২। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর আয়োজন করাঃ

পোল্ডার টিম জোনাল টিমের সহায়তায় নব গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা দলের নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং উক্ত পানি ব্যবস্থাপনা দলের কিছু মনোনীত সদস্যদের জন্য একটি শক্তিশালী ও প্রগতিশীল পানি ব্যবস্থাপনা দল পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবে। এই পরিদর্শনের মাধ্যমে নতুন দলটি পুরানো পানি ব্যবস্থাপনা দলের চলমান কার্যক্রম (এবং যৌথ কার্যক্রম) দলের কার্যকারিতাকে শক্তিশালী এবং টেকসইকরণে যে সকল অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে তা জানতে পারবে।

৩। পানি ব্যবস্থাপনা দলের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তাঃ

পোল্ডার টিম নব গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা দলকে পানি ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন, বাজার সংযোগ এবং মূল্য সংযোজন সম্পর্কিত যৌথ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করবে- যা সদস্যদের বাস্তব সুবিধা প্রদানে সহায়ক হবে। নব গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা দলের জন্য এধরণের সহযোগিতা দলের সদস্যদের কাছে তাদের প্রাসাঙ্গিকতা প্রমানে সহায়ক হবে। এ ধরণের সহায়তার মধ্যে রয়েছে পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য স্থানীয় উদ্যোগ, যেমন- সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা (CAWM) এবং এলাকার অব্যবহৃত জমি ও পানি সম্পদের পরিমাপ সম্পর্কে আলোচনা করা। মাঠ ফসল এবং অন্যান্য বিষয়ে এফএসএস দল ও যৌথ কার্যক্রমের জন্য দল গঠনের মাধ্যমে সুযোগ/সম্ভাবনা তৈরী হবে। পরিকল্পনা সভার আলোচনার ফলাফল সংক্ষিপ্ত আকারে পানি ব্যবস্থাপনা দলের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনায় (WAP) অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

৪। মৌলিক প্রশিক্ষণ (Foundation Course) প্রদানঃ

পানি ব্যবস্থাপনা দলের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করে তাদের চাহিদা ও প্রত্যাশার আলোকে প্রণীত নিম্নলিখিত মৌলিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেমন:- (১) সাংগঠনিক ও পানি ব্যবস্থাপনা (OWM); (২) হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা পদ্ধতি (AKAS); (৩) জেন্ডার ও লিডারশীপ (GLD); এবং (৪) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M)। সাংগঠনিক ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ আলোকপাত করবে সক্রিয় এবং টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠনের উপাদান সম্পর্কে যেমন; পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্থানীয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতায় যৌথ কার্যক্রম, কৃষিজাত পানি ব্যবস্থাপনা, উন্নত উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সুযোগ সুবিধা, পারস্পরিক শিখন ও স্ব-প্রতিফলন এবং মূল্যায়ন এই অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ শিখন কোর্সের প্রধান বিষয়বস্তু। পূনর্বাসনের কাজ শেষ হবার অব্যবহিত পূর্বেই পানি ব্যবস্থাপনা দলকে অবকাঠামো পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণের উপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এই সকল কোর্সে পানি ব্যবস্থাপনা দলের মধ্যে পানি ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন কার্যক্রমের সাথে ক্যাচমেন্ট পর্যায়ে পরিকল্পনা, পরিচালন পদ্ধতি ও নৈমিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজনীয়তাকে সংযুক্ত করা হয়। ক্যাচমেন্ট পর্যায়ে পরিকল্পনার

ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নিজ নিজ পানি ব্যবস্থাপনা দল নিজেদের পরিকল্পনার (WAP) আরও উন্নয়ন ঘটাবে।

৫। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (LCS) বাস্তবায়নে সহযোগিতাঃ

নির্মাণ কাজ, বিশেষ করে মাটির কাজের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, LCS গঠন এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানে পানি ব্যবস্থাপনা দলকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ কর্মীদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে হবে। সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা দলের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ LCS দল গঠন ও মাটির কাজের গুনগত মান নিশ্চিতকরণ এবং সময় মত কাজ শেষ করার বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে তত্ত্বাবধান করবে। পোল্ডার টিম এ ব্যাপারে পানি ব্যবস্থাপনা দলকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করবে।

ধাপ ৫: শিখন ও যোগসূত্র (Networking) স্থাপনঃ

১। যৌথ কার্যক্রম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর আয়োজন করাঃ

পারস্পরিক শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করে পানি ব্যবস্থাপনা দল যাতে একে অপরের নিকট থেকে দলের বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এবং সদস্যদের দ্বারা যৌথ কার্যক্রম শুরু করার সফলতা ও ব্যর্থতা থেকে শিখতে পারে পোল্ডার টিম সে লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থাপনা দলকে সহায়তা করবে।

২। যোগসূত্র স্থাপন (নেটওয়ার্কিং) এবং অংশীদারিত্বকে সহায়তা করাঃ

একটি অভিজ্ঞ পানি ব্যবস্থাপনা দল মূখ্য অংশীদারদের সাথে গঠনমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এর মধ্যে রয়েছে অংশীদার যা প্রত্যেকটি পানি ব্যবস্থাপনা দলের জন্য প্রযোজ্য; বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট পওর বিভাগ এবং পানি ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী; স্থানীয় সরকার বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বকারি বিভিন্ন সংস্থা, যেমন- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী। কিন্তু বিদ্যমান নীতিমালা অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদ ও WMG দুর্যোগ ঝুকি হ্রাস ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারে। পানি ব্যবস্থাপনা দল তাদের পরিকল্পনায় সহায়তা ও পরামর্শ সেবা পেতে অন্যান্য স্থানীয় সংস্থার সাথে যোগাযোগ করতে পারে, যেমন- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), অথবা সহায়তা পেতে পারে অন্য অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে, যেমন- পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (RDA), বগুড়া অথবা জাতীয় পর্যায়ের, যেমন- পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF)। অর্থনৈতিক সম্ভাবনার লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থানা দল স্থানীয় রিসোর্স পাসর্নদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী ও সহযোগিতা চাহিতে পারে (যার মধ্যে রয়েছে সিআরজি লিডার, রিসোর্স ফার্মার, এসএএও, এফ টি ইত্যাদি)। সেই সাথে উপকরণ বিক্রেতা, সেবা প্রদানকারি/বিক্রেতা এবং এমনকি ব্যাক্তি খাতের প্রতিষ্ঠান।

৩। নিয়মিত ক্যাচমেন্ট পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাঃ

এটা জরুরী যে এলাকায় একক প্রধান রেগুলেটর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পানি ব্যবস্থাপনায় সুযোগ/ সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা এই আবর্তনশীল পদক্ষেপটির মাধ্যমে সমাধান করা যায়।

এটা যৌথভাবে সম্পন্ন করা হবে ক্যাচমেন্ট পর্যায়ে অবস্থিত WMG এবং পোল্ডার পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত WMA দ্বারা। পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সুবিধা/সম্ভাবনাসমূহ চিহ্নিতকরণ এই কাজের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সম্পূর্ণ হওয়া পূনর্বাসন কাজের

ফলে সৃষ্ট সুবিধা/সম্ভাবনা সম্প্রসারণ ও টেকসই করার লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা তৈরী করা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা। সুযোগ সুবিধার একটি উদাহরণ হচ্ছে- সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা (CAWM) এর বাস্তবায়ন যা সংযুক্ত হবে ক্যাচমেন্ট পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পপনার সাথে যার ফলে সমন্বিত রক্ষণাবেক্ষণ, পানি ধারণ, নিষ্কাশন স্থানীয় সর্বোচ্চ ফসল ব্যবস্থায় এবং বাজারজাতকরণের উপর শুভ প্রভাব পরবে।

ধাপ ৬: পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG) শক্তিশালীকরণঃ

কর্ম পরিকল্পনা ও যৌথ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কর্মকান্ডের মূল্যায়ন ও প্রতিফলনে সহায়তা প্রদান: WMG তাদের কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে এবং যৌথ কার্যক্রমকে সহায়তা করে পানি ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন সম্পর্কিত বিষয়াদি যেমন শস্য/মাছ এফএফএস, যৌথ কার্যক্রম, বাজারমুখী উৎপাদনের উপর (যেমন দলীয়ভাবে উপকরণ ক্রয়), দ্বন্দ্ব নিরসন এবং নির্মাণ সম্পর্কিত প্রস্তুতিমূলক কাজ এবং পানি ব্যবস্থাপনার রক্ষণাবেক্ষণ কাজে। পোল্ডার টিম WMG এর গুরুত্ব ও এর মূল্যায়ন এবং অনুধাবন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করবে যার ফলে WMG নিজ উন্নয়নের মাধ্যমে কার্যকর এবং টেকসই সংগঠনে পরিণত হবে। অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর নির্দেশক এবং গাইডলাইন আলোচনা করা হয়েছে অন্য ডকুমেন্টে। উন্নত পানি ব্যবস্থাপনার ফলে সৃষ্ট লাভ হতে নিয়মিত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা অলোচনার একটি প্রয়োজনীয় বিষয়।

২। **পরিপূর্ণ যৌথ কার্যক্রম এবং বাজার সংযোগে সহায়তাঃ** একসময় WMG এবং তাদের যৌথ কার্যক্রম দল পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, পরিপক্কতা লাভ করবে তখন বেসরকারী কোম্পানী (সরবরাহকারী, ক্রেতা, উপকরণ সরবরাহকারী) এবং অন্যান্য ভ্যাল্যু চেইন এ্যাক্টরদের সাথে সংযোগ সৃষ্টি ও অংশীদারিত্ব স্থাপন করবে। এ পর্যায়ে উৎপাদন এবং লাভ বৃদ্ধির জন্য আরও সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে সুপ্রতিষ্ঠিত যৌথ কার্যক্রম দল এবং সংশ্লিষ্ট ভ্যাল্যু চেইন এ্যাক্টরগণের প্রতিনিধিদের মধ্যে সভার আয়োজন করতে হবে।

৩। **মৌলিক দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণঃ** নব গঠিত সংগঠনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের নিয়মিত অংশ হিসাবে তাদের কর্মক্ষমতা ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কর্তৃক পর্যালোচনা করা হবে নিয়মিত পরিবীক্ষণের মাধ্যমে । কিন্তু এছাড়াও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অডিটের মাধ্যমেও পর্যালোচনা করা হবে। পানি ব্যবস্থাপনা দলের কোন কাজে কোন দুর্বলতা থাকলে WMG কে সাহায্য করতে সম্প্রসারণ উপদর্শক এবং পোল্ডার কারিগরি সহায়তা দল (TA Team) একসাথে কাজ করবে। পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকবে WMG কর্তৃক স্ব -মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন WMG এর মধ্যে কর্মক্ষমতার অভিজ্ঞতা বিনিময় যাতে স্ব উদ্যোগ গড়ে উঠার প্রক্রিয়া শক্তিশালী হবে।

ধাপ ৭: **পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA) সক্রিয়করণঃ**

অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা (GWPM) এবং অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৪ এর উপর ভিত্তি করে WMO গঠনের ভিত্তি এবং সীমানা নির্ধারণ এ্যানেক্স 'বি' তে বর্ণনা করা হয়েছে।

১। **পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন গঠন ও নিবন্ধনঃ** WMG প্রতিনিধি ও প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের (উপ-প্রধান সম্প্রসারণ অফিসার ও সম্প্রসারণ উপদর্শক) সাথে মিলে WMA গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে WMG এর সাধারণ সদস্যদের সাথে আলোচনা করবে, ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে WMA এর রেজিষ্ট্রেশন সম্পর্কে নির্দেশনা দেবে।

২। **ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের** (EC Members) **অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরঃ** পোল্ডার টিম জোনাল টিমের সহায়তায় নব গঠিত WMA এর EC সদস্য এবং নির্বাচিত সাধারণ সদস্যদের শক্তিশালী এবং প্রগতিশীল WMA-তে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের আয়েজন করবে। এই সফরের উদ্দেশ্য হলো: পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত তাদের চলমান কার্যক্রম এবং সংগঠনকে শক্তিশালী ও টেকসই করণে তারা যে সকল অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে সে সম্পর্কে শেখা।

৩। **ক্যাচমেন্ট পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নঃ** WMA এর EC সদস্যগণ তাদের নিজ WMG সমূহের সাথে CAWM পরিকল্পনা যাচাইকরণ এবং অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন এবং আলোচনা করবে। CAWM এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং পানি ব্যবস্থাপনা, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের উপর যৌথ কার্যক্রমের তৎপরতা বৃদ্ধির দ্বারা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে WMG-কে সচল করা। পোল্ডারের অভ্যন্তরিণ পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য প্রকল্পের পক্ষ থেকে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং পরিমিত বাজেট পাওয়া যাবে।

৪। **নির্মাণ কাজ পরিবীক্ষণঃ** WMA-এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ নির্মাণ কাজের গুণগত মান সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশনকে অবহিতকরণের নিমিত্তে পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করবে এবং মনিটরিং কমিটির তথ্য যাচাই-বাছাই করত: সম্পাদিত কাজের উপর পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন মতামত প্রদান করবে।

৫। **পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তিঃ** পুনর্বাসনের কাজ এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী পোল্ডার পর্যায়ে WMA-এর সাথে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ নেবে।

৬। **কর্মক্ষমতা উন্নতির জন্য WMA-কে সহায়তা করাঃ** সকল WMA-এর উন্নয়নের জন্য অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর এবং পারস্পাররিক শিখন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এর উদ্দেশ্য হলো: পর্যায়ক্রমে পানি ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম জোরদার এবং এই সকল

কার্যক্রমের জন্য সম্পদ সংগ্রহ। প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা দপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ (প্রকল্পকালীন সময়ে যৌথভাবে TA Team এর সাথে) বস্তুনিষ্ঠ যাচাইযোগ্য সূচক এবং লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের অংশগ্রহণমূলক বাৎসরিক কার্যক্রম মূল্যায়ন করলে WMA কে তার সংগঠন তৈরির কাজ অব্যাহত রাখতে উদ্বুদ্ধকরণে সহায়ক হবে।

এ্যানেক্স- 'এ'

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর আওতায় অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সার্বিক অবস্থা

অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ফ্লোচার্ট

যৌথ কার্যক্রম	পানি ব্যবস্থাপনা	সংগঠন
		প্রস্তুতিমূলক স্তর
অংশীদার সংস্থার মাঠ কর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ করা; পোল্ডার টিম প্রতিষ্ঠা করা; অবহিতকরণ কর্মশালার আয়োজন করা এবং পোল্ডার টিম নিয়োজিত করা (মৌলিক তথ্য সংগ্রহ সহ)		
		প্রবেশ স্তর
বিদ্যমান যৌথ কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ (CA), এবং কার্যক্রমের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করা	যৌথ কার্যক্রমের নেতৃবৃন্দের এবং মূখ্য সংবাদ দাতাদের সাথে এলাকা পরিভ্রমন এবং ম্যাপিং	অগ্রগামী দল গঠন এবং পারস্পরিক শিখণ পদ্ধতির আয়োজন করা।
		কর্মস্তরের পরিকল্পনা
যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্প্রসারণ করা	পানি ও ভূমি ব্যবহার বিশ্লেষণ কর্মশালা, পোল্ডার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ক্যাচমেন্ট পর্যায়ে কর্মশালা এবং প্রথম পোল্ডার উন্নয়ন পরিকল্পনা	যৌথ কার্যক্রমের নেতৃবৃন্দ ও মূখ্য সংবাদ দাতাদের জড়িতকরণ
		পানি ব্যবস্থাপনা দল সক্রিয়করণ
নতুন যৌথ কার্যক্রমকে উন্নত করা (অন্যান্যের মধ্যে সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা) এবং এলসিএস নির্বাচন	পানি ব্যবস্থাপনা দলের কর্ম পরিকল্পনাকে সহায়তা প্রদান	পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন এবং শক্তিশালীকরণ: অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর, পানি ব্যবস্থাপনা দলের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ
		নেটওয়ার্কিং এবং সংযোগ সৃষ্টি স্তর
অভিজ্ঞতা বিনিময় যৌথ কার্যক্রমের মধ্যে (পারস্পরিক শিখণ)	ক্যাচমেন্ট পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা	নেটওয়ার্কিং এবং অংশিদারিত্ব সৃষ্টির কাজ শুরু
		পানি ব্যবস্থাপনা দল একত্রিকরণ স্তর
অভিজ্ঞ যৌথ কার্যক্রমকে সহায়তা করা এবং বাজার সংযোগ সৃষ্টি	কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং যৌথ কার্যক্রমের মূল্যায়ন এবং প্রতিফলনে সহায়তাকরণ	ভিত্তি পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ এবং পর্যালোচনা
		পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন সক্রিয়করণ স্তর
অভিজ্ঞ যৌথ কার্যক্রম সম্পাদন এবং বাজার সংযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা প্রান	ক্যাচমেন্ট পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনায় সহায়তা প্রদান, নির্মাণ কাজ পরিবীক্ষণে সহায়তাকরণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি প্রণয়ন ও সম্পাদনে সহায়তা প্রদান	পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন গঠন ও নিবন্ধন; পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশনের অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর; এসোসিয়েশনের কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা প্রদান

Schedule of Activities BGP PWM approach

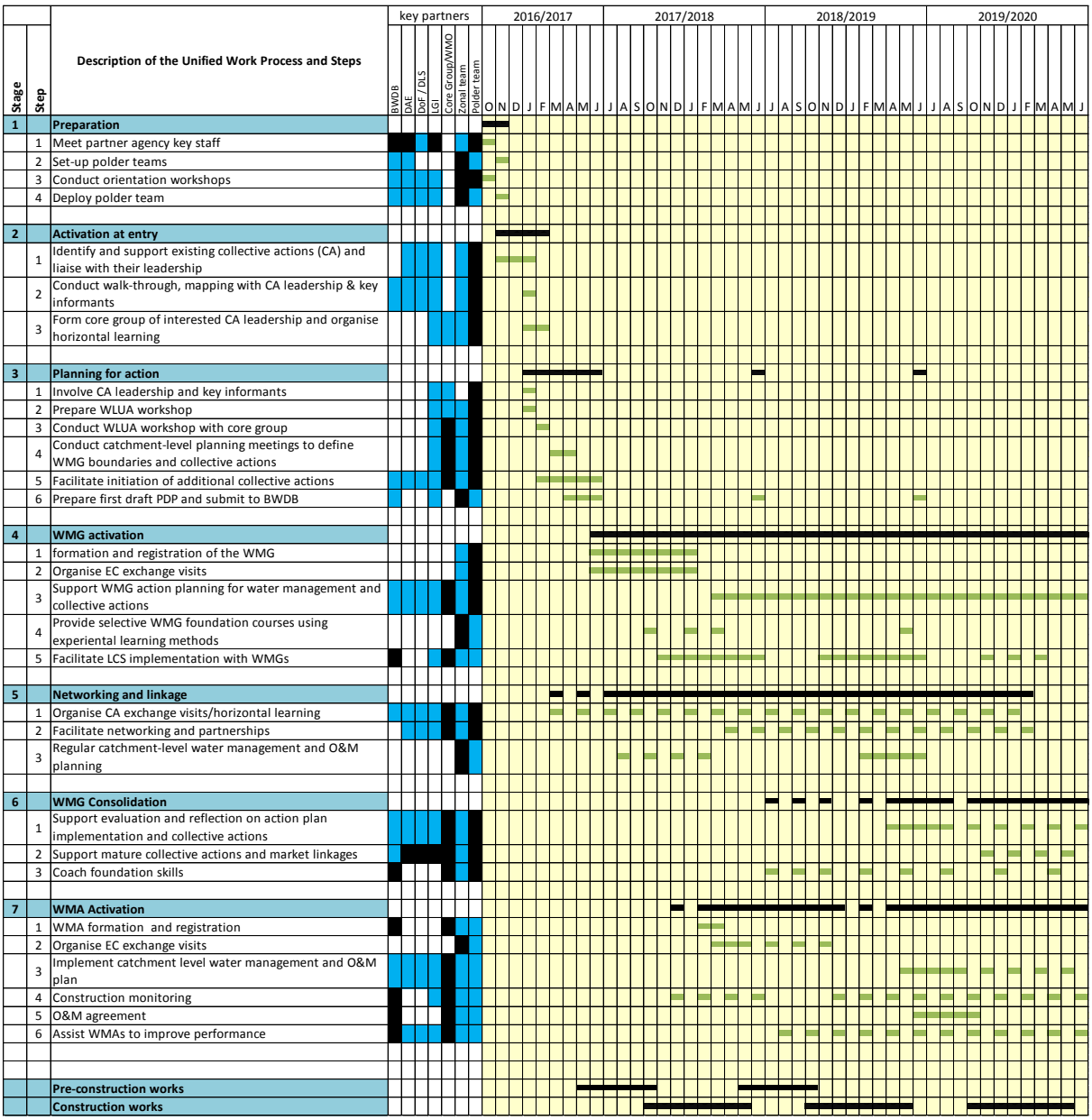

এ্যানেক্স- 'বি'

পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMO) গঠনের জন্য ভিত্তি এবং সীমানা

প্রকল্প শুরুর পূর্ব অবস্থা সম্পর্কে জানার প্রচেষ্টা হিসাবে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর কার্যকারিতা নিরুপণের পর ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে ব্লু গোল্ড কর্মসূচির অধীনে সংগঠনগুলোর গঠন, পুনর্গঠন এবং সক্রিয় করার কাজ শুরু হয়। পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ভিত্তি ও সীমানা নির্ধারণ করা হয় অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা (GPWM) অনুসারে যেখানে উল্ল্যেখ আছে যে ৫০০০ হে: পর্যন্ত আয়তনের প্রকল্প/উপ–প্রকল্প/স্কিমে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনগলো নিম্নরূপে ২ থেকে ৩টি পর্যায়ে/স্তরে গঠিত হতে পারে:

১. সর্ব নিম্ন স্তরে প্রত্যেক ক্ষুদ্র হাইড্রোলজিক্যাল ইউনিট অথবা সামাজিক ইউনিটভিত্তিক (গ্রাম/পাড়া) WMG গঠিত হবে।
২. WMA হয় মধ্যম পর্যায়ে অথবা প্রকল্পের প্রত্যেক উপ-প্রকল্পে অথবা শীর্ষ সংগঠন (Appex Body) হিসেবে শীর্ষ পর্যায়ে গঠিত হবে।
৩. প্রয়োজনে প্রকল্পের শীর্ষ পর্যায়ে/সর্বোচ্চ স্তরে পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF) গঠিত হবে। এক্ষেত্রে মধ্যম পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন গঠিত হবে।

২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জারিকৃত অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা (PWM Rules) অনুসারে পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন, রেজিস্ট্রেশন এবং হিসাব-নিরীক্ষার দায়-দায়িত্ব বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের Office of the Chief Water Management কাছে ন্যাস্ত হয়। পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালার ৩য় অধ্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ধরণ, পর্যায়, সংখ্যা নিরুপণ, আওতাভূক্ত এলাকা উল্লেখ করা হয়েছে যা নিম্নরূপ;

- ক্ষুদ্র প্রকল্পের ক্ষেত্রে (১০০০ হে: পর্যন্ত): ১ বা ২ স্তরে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠিত হবে: প্রাথমিক স্তরে পানি ব্যবস্থাপনা দল এবং দ্বিতীয় স্তরে পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন;
- মাঝারি প্রকল্পের ক্ষেত্রে (১০০০ হে: এর পর থেকে ৫০০০ হে: পর্যন্ত): ২ অথবা ৩ স্তর বিশিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠিত হবে: প্রাথমিক স্তরে পানি ব্যবস্থাপনা দল, মধ্যম স্তরে পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন এবং শীর্ষ স্তরে পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন;
- বৃহৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে (৫০০০ হে: এর উর্দ্ধে) ৩ স্তর বিশিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠিত হবে: প্রাথমিক স্তরে পানি ব্যবস্থাপনা দল, মধ্যম স্তরে পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন এবং শীর্ষ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন।

যাহোক অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৪ তে এই তিন ধরণের পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠনের ভিত্তি এবং সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কে উল্লেখ নাই। তাই এ ক্ষেত্রে ব্লু গোল্ড অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা (GPWM) অনুসরণ করে।

ব্লু গোল্ড অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ও অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৪ অনুসরণ করে ১২টি পোল্ডারে (৯টি ইপসাম এবং ৩ টি পুনর্বাসনকৃত নতুন পোল্ডার) হাইড্রোলজিক্যাল ইউনিট ও সামাজিক ইউনিট (গ্রাম/পাড়া) বিবেচনা করে প্রাথমিক স্তরে পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন/কার্যকর করা হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরে পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন গঠন করা হয়েছে। ক্যাচমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে যেহেতু ব্লু গোল্ড পোল্ডারের আয়তন মাঝারি এবং বৃহৎ প্রকল্পের মধ্যে পড়ে (১০০০ হে: এর পর থেকে ৫০০০ হে: এর উপর পর্যন্ত)।

কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নুতন পোল্ডারে একটি করে পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন গঠন করা হবে এবং বিদ্যমান পোল্ডারে পোল্ডার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন পুনর্গঠিত হবে। এ প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

এ্যানেক্স-'সি'

নতুন পোল্ডারের জন্য তথ্য সংগ্রহের নির্দেশিকা

ভূমিকাঃ

পোল্ডার মাঠ কর্মীদের নিয়োগ দানের পর এলাকার জনগণের সাথে পরিচিত হবে। পোল্ডার এলাকায় পরিভ্রমণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রুপের সাথে পারস্পরিক আলাপ আলোচনা ও ম্যাপিং অনুশীলন- এ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

পরিচিতি লাভের অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে বিভিন্ন উপায়ে সংগৃহিত তথ্যের মাধ্যমে পোল্ডার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করা যেমন: মূখ্য সংবাদদাতাদের সাথে সাক্ষাৎকার, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা অথবা উঠান বৈঠক, খানা আদমশুমারী, পরিভ্রমণ/ট্র্যানজেক্ট ওয়াক এবং ম্যাপিং।

পোল্ডার টিম বিশেষ করে সমাজ উন্নয়ন সহায়তাকারীগণ (CDF) স্থানীয় সহায়তাকারীদের সাথে একসঙ্গে মিলে তথ্য সংগ্রহ করবে যাদেরকে এই উদ্দেশ্যে নেয়া হয়েছে।

পরিচিতি স্তরে সংগৃহিত তথ্যসমূহ পোল্ডার পর্যায়ে পানি এবং ভূমির ব্যবহার বিশ্লেষণ কর্মশালায় এবং ক্যাচমেন্ট ভিত্তিক পরিকল্পনা সভায় ব্যবহৃত হবে।

- **মৌলিক তথ্য**

এ. <u>পোল্ডার পর্যায়ের তথ্য</u>

১। উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রাম পাড়াসহ নাম এবং সংখ্যা

২। পুরুষ এবং নারী ভোটারসহ আনুমানিক খানার সংখ্যা

৩। বিদ্যমান আনুষ্ঠানিক অথবা অনানুষ্ঠানিক দল/এসোসিয়েশন, (ডিএই, বেসরকারী, অন্যান্য প্রকল্প উদাহরণ কেজেডিআরপি)

৪। বিদ্যমান এবং চলমান যৌথ কার্যক্রম এবং ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দকে চিহ্নিতকরণ

৫। যে সমস্ত ব্যক্তি কৃষক, ডব্লিউএমজি, সিআইজি নেতৃবৃন্দ, অগ্রসর কৃষক, চুক্তিবদ্ধ চাষি, সেবাদানকারি ক্রেতা হিসাবে কাজ করতে ইচ্ছুক

৬। বর্তমান পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো/সুবিধাদি এবং রাস্তা; ঐসকল অবকাঠামো কার্যকারিতার বর্তমান অবস্থা

৭। ম্যাপের আকার, জলাবদ্ধতার অবস্থান এবং পানির অভাব জনিত এলাকা ৮। সংখ্যা, ধরণ , মার্কেটের মান এবং কোথায়, কোন ধরণের পণ্য কেনাবেচা হয় তা চিহ্নিত করে স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ের বাজারের সাথে সংযোগের অবস্থা ৯। স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রুপের আনুমানিক সংখ্যা নির্ধারণ এবং এলাকায় ভূমির মালিকানা যেমন; কৃষক

(ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, মাঝারি এবং বড়), মৎস্যজীবি, বাস্তুভিটাসহ ভূমিহীন, বাস্তুভিটা ছাড়া ভূমিহীন এবং দুঃস্থ, মহিলা পরিবার প্রধান, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবি

১০। বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতি (শস্য, মাছ, চিংড়ি, উদ্বৃত্ত উৎপাদন, রপ্তানীযোগ্য পণ্য, আমদানীকৃত পণ্যের অভাব)।

১১। অন্যান্য অতীত ও বিদ্যমান কার্যক্রম যেমন - NATP, শষ্য বহুমুখীকরণ কার্যক্রম

১২। প্রধান অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং আয়ের প্রধান উৎস, শ্রমিকদের প্রয়োজনীয়তার সময় ছক ও শ্রমিকের স্থানান্তর/অভিবাসন বৈশিষ্ট্য

১৩। কৃষি যন্ত্রপাতি এবং গবাদি পশুর মালিকদের আনুমানিক সংখ্যা নির্ধারণ

১৪। পুকুর, ঘের এবং জলাশয়ের সংখ্যা

১৫। সামাজিক, উৎপাদন, অর্থনৈতিক, পানি ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষেত্রে নতুন যৌথ কার্যক্রমের সুযোগ/সম্ভাবনা

১৬। কৃষক, চিংড়ি চাষীদের মধ্যে, উঁচু জমির মালিক এবং নীচু জমির মালিকের মধ্যে অথবা অন্য কোন বিরোধ আছে কি না?

পোল্ডারের কিছু তথ্য শুধুমাত্র সম্পন্ন হতে পারে খানার তথ্য সংগ্রহের পর উদাহরণ স্বরুপ খানা গণনা/জরীপের প্রশ্নমালার ক্রমিক ৬,৭ এবং ৮।

বি. খানার তথ্য

খানা পরিদর্শন এবং পরিবার প্রধানের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এই তথ্য সংগৃহিত হবে। (দেখুন ২১ নং পৃষ্ঠায়)

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
খানা গণনা/জরীপের প্রশ্নমালা
(খানা প্রধানের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগৃহিত হবে)

পোল্ডার নম্বর ..... ইউনিয়ন ..... গ্রাম/পাড়া .....

১। খানা প্রধানের নাম :

২। খানা প্রধানের পিতার/স্বামীর নাম :

৩। মাতার নাম :

৪। বয়স : শিক্ষাগত যোগ্যতা :

৫। পেশা প্রধান : অপ্রধান (সহায়ক) :

৬। জমির মালিকানা (একর) ..... বাস্তভিটা .....; পুকুর ..... কৃষি জমি ..... ঘের .....

৭। কৃষি যন্ত্রপাতির মালিকানা	পাওয়ার টিলার	হ্যাঁ	না	পাওয়ার পাম্প	হ্যাঁ	না
৮। নিজস্ব গবাদি পশু	গরু	হ্যাঁ	না	মহিষ	হ্যাঁ	না

৯। আপনার পরিবারের কেউ কি পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য?	হ্যাঁ	না

১০। উৎপাদিত শস্যে আপনার পরিবারের কত দিন/মাস চলে? ..... মাস ..... দিন

১১। এলাকায় কাজ না থাকায় পরিবারের কেউ কি কাজের জন্য অন্যত্র/গ্রামের বাইরে গিয়েছিল?	হ্যাঁ	না

১২। আপনার মূল্যায়ন অনুযায়ী আপনার পরিবার কোন শ্রেণীতে পড়ে?	ধনী পরিবার	সচ্ছল পরিবার	গরীব পরিবার	হত দরিদ্র পরিবার

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর
তারিখঃ